তারিখ ... 19 JUL 1996
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ১

আজকের কাগজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় না আবাসিক হলগুলোর রজতজয়ন্তি?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আজ রজতজয়ন্তি উৎসব পালনের যে অনুষ্ঠানসূচি ঘোষিত হয়েছে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তি না বলে বিশ্ববিদ্যালয় বা ডাকসু ও হল ইউনিয়নসমূহের রজতজয়ন্তি উৎসব বলাই শ্রেয় কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান সাধনার প্রাণ কেন্দ্র বিভাগগুলোকে ওই উৎসবের আওতার সম্পূর্ণ বাইরে রাখা হয়েছে বলে মনে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অনাবাসিক, সর্বোপরি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি হল ছাড়া কোনো হলের বয়স ৭৫ বছর হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো স্বাধীনতার পর থেকেই অশান্তির কেন্দ্র, এই সব ছাত্রাবাস বিভিন্ন সময় অস্ত্রাগার ও বহুবার রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতে সন্ত্রাসী তৎপরতা ও দুর্ঘটনার কারণে স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত যতো ছাত্র প্রাণ দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধসহ স্বাধীনতার আগের ৫০ বছরে ততো ছাত্র প্রাণ দেয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ও হল ইউনিয়নগুলোতে গত ৬ বছর যাবত কোনো নির্বাচন হয়নি সুতরাং ডাকসুসহ বিভিন্ন হল ইউনিয়নগুলো প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র হারিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো বহিরাগত মাস্তান ও সন্ত্রাসিদের কারণে দীর্ঘকাল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির শিকার। এমতাবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠন ও গবেষণার কেন্দ্র বিভাগগুলো বাদ দিয়ে কেবল হল ভিত্তিক রজতজয়ন্তি উৎসবের আয়োজন করেছেন তা রহস্যময়। রজতজয়ন্তি উপলক্ষে প্রথম উৎসবটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অংশকে নিয়ে করা উচিত ছিলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে যারা তাদের প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তি উৎসবে যোগদান করবেন তাদেরকে কলাভবন ও রেজিস্টার্স অফিস মধ্যবর্তী মল এলাকায় আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাচার্য ডঃ এমাজউদ্দিন আহমদ এবং সাবেক অধ্যাপক ডঃ ইন্নাস আলি ও ডঃ মফিজউদ্দিন আহমদ ছাড়াও ৬ বছর আগে নির্বাচিত ডাকসুর বর্তমান অছাত্র ভিপি–জিএস–এজিএসদের বক্তৃতা শুনতে হবে কিনা কে জানে? রজতজয়ন্তি উৎসবে যোগদানকারিদের মধ্যে যারা আবাসিক ছিলেন তারা যদি তাদের পুরাতন আবাস হলগুলো পরিদর্শন করেন তা হলে সেখানেও হয়তো ৬ বছর আগে নির্বাচিত হল ইউনিয়নগুলোর অছাত্র কর্মকর্তাদের তৎপরতা পরিলক্ষিত হবে। মোট কথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তি উৎসবে ডাকসু ও হল ইউনিয়নসমূহের সভাপতি ও অছাত্র কর্মকর্তাদের কর্তৃত্বের প্রদর্শনী হলে বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মল ও হল' এ আজ যে উৎসব হচ্ছে তাকে মহান ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ রজতজয়ন্তি বলা যায় কি?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তি উৎসবের সবচেয়ে বড় যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্রাধিক শিক্ষকের মধ্যে বিভিন্ন হলের মুষ্টিমেয় প্রভোস্ট ও হাউজ টিউটর ছাড়া বাকি সকলকে এ উৎসবের বাইরে রাখা। বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত রজতজয়ন্তি উৎসবকে প্রকৃতপক্ষে ডাকসু সভাপতি (উপাচার্য) ও কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন হল ইউনিয়নের সভাপতি (প্রাধ্যক্ষ) ও কর্মকর্তাদের পুনর্মিলনী উৎসব বলাই বোধ হয় শ্রেয়। নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদের বহু ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র বা ছাত্রী, নবনির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ অনেক মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র বা ছাত্রীই শুধু নন ষাটের দশকের বিখ্যাত ছাত্রনেতা, তাদের যথাযথভাবে আমন্ত্রণ জানানো বা উৎসবে যোগদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে কি? ষাটের দশকের তিনজন প্রখ্যাত ছাত্রনেতা বর্তমানে মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, তোফায়েল আহমদ এবং আবদুর রাজ্জাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র তাদেরকে কি এই উৎসবে দেখা যাবে নাকি কেবল আমানুল্লাহ আমান ও নাজিমুদ্দিন আলমকেই দেখতে হবে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তির নামে এ কি প্রহসনের আয়োজন?